আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হুনাইন যুদ্ধ (غَزْوَةُ حُنَيْنٍ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

আনসারদের বিমর্ষতা ও দূর্ভাবনা (الْأَنْصَارُ تَجِدُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ):

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ প্রাজ্ঞ রাজনীতির ব্যাপারে প্রাথমিক অবস্থায় কোন কোন লোকের মতো সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি না হওয়ার কারণে কিছু কিছু মৌখিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। বিশেষ করে আনসারদের উপর এর প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া ছিল সব চাইতে বেশী। কারণ, হুনাইন যুদ্ধের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। অথচ বিপদের সময় তাঁদেরকেই আহবান জানানো হয়েছিল এবং সে আহবানে সর্বাগ্রে সাড়া দিয়ে তাঁরাই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং এমন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই কঠিন বিপর্যয় সুন্দর বিজয়ে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁরা তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, পলায়নকারীদের হাত হল পূর্ণ অথচ তাঁদের হাতই রয়ে গেল শূন্য।[1]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে ইবনু ইসহাক্ব বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশ এবং অন্যান্য আরব গোত্রগুলোকে গণীমত বন্টন করে দিলেন, আনসারদের ভাগে কিছুই পড়ল না, তখন তাঁরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁদের মনে এতদসংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উদয় হল। এমনকি তাঁদের মধ্য থেকে একজন বলেই বসলেন যে, 'আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর নিজ কওমের সঙ্গে মিশে গেছেন।' এ প্রেক্ষিতে সা'দ (রাঃ) রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ফাই বন্টনের ব্যাপারে আপনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাতে আনসারগণ আপনার প্রতি দুঃখিত এবং মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আপনি নিজ কওমের লোকজনদের মধ্যেই তা বন্টন করেছেন এবং তাঁদেরকে অনেক বেশী বেশী পরিমাণ দান করেছেন কিন্তু আনসারদের কিছুই দেন নি।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,(فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذٰلِكَ يَا سَعْدُ؟) 'হে সা'দ! এ সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?' তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিও তো আমার কওমের লোকজনদের মধ্যে একজন।'

নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, (فَاجْمَعْ لِيْ قَوْمَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَظِيْرَةِ) 'আচ্ছা তাহলে তোমার কওমের লোকজনকে তুমি অমুক স্থানে একত্রিত কর।'

সা'দ (রাঃ) তাঁর কওমের লোকজনদের নির্ধারিত স্থানে সমবেত করলেন। কিছু সংখ্যক মুহাজির আগমন করলে তাঁদেরকে সেখানে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। কিছু সংখ্যক অন্যলোক সেখানে আগমন করলে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হল। যখন সংশ্লিষ্ট লোকজনেরা সেখানে একত্রিত হলেন, তখন সা'দ (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'আনসারগণ আপনার জন্য একত্রিত হয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তৎক্ষণাৎ সেখানে আগমন করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বললেন,

(يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِيْ عَنْكُمْ، وَجِدَةٌ وَجَدْتُمُوْهَا عَلَى فِيْ أَنْفُسِكُمْ؟ أَلَمْ آتِكُمْ ضُلَالاً فَهَدَاكُمُ اللهُ؟ وَعَالَةً

فَأَغْنَاكُمُ اللهُ؟ وَأَعْدَاءً فَأَلَّفَ اللهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ؟)

‘ওহে আনসারগণ! কী কারণে তোমরা আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্টি পোষণ করেছ? আমি কি তোমাদের নিকট এমন অবস্থায় আসি নি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা অসহায় ছিলে তিনি তোমাদেরকে সহায় সম্পদ দান করেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু ছিলে, তিনি তোমাদের মধ্যে মহববতের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন। লোকজনেরা বললেন, ‘অবশ্যই, এ সব কিছুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বড়ই অনুগ্রহ।’

অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন,

(أَمَا وَاللهِ لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ، فَصَدَقْتُمْ وَلَصُدِّقْتُمْ: أُتِيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّقْنَاكَ، وَمَخْذُوْلاً فَنَصَرْنَاكَ، وَطَرِيْداً فَآوَيْنَاكَ، وَعَائِلاً فَآسَيْنَاكَ).

(أَوَجَدْتُمْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فِيْ أَنْفُسِكُمْ فِيْ لَعَاعَةٍ مِّنْ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قَوْماً لِيُسْلِمُوْا، وَوَكَلْتُكُمْ إِلَى إِسلَامِكُمْ؟ أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَّذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ، وَتَرْجِعُوْا بِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رِحَالِكُمْ؟ فَوَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ، لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرُأً مِّنَ الْأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْبًا، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْباً لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ، اللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ، وَأَبْنَاءَ الْأَنْصَارِ، وَأَبْنَاءَ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ).

‘আনসারগণ! তোমরা আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?’ আনসারগণ বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমরা কী উত্তর দিব? এ সব তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, ‘দেখ, আল্লাহর কসম! ইচ্ছা করলে তোমরা বলতে পার সত্য কথাই বলবে এবং তোমাদের কথা সত্য বলে ধরা নেয়া হবে যে, ‘আপনি আমাদের নিকট এমন সময় এসেছিলেন যখন আপনাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা হচ্ছিল। আমরা আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি। আপনি যখন ছিলেন বন্ধু-বান্ধব ও সহায় সম্বলহীন তখন আমরা আপনাকে সহায়তা দান করেছিলাম। আপনাকে যখন বিতাড়িত করা হয়েছিল তখন আমরা আপনাকে আশ্রয় দান করেছিলাম। আপনি যখন ছিলেন অভাবগ্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আমরা তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে আপনাকে সাহায্য করেছিলাম।’

অতঃপর নাবী কারীম (ﷺ) বললেন, ‘হে আনসারগণ! একটি নিকৃষ্ট ঘাসের জন্য তোমরা নিজ নিজ অন্তরে অসন্তুষ্ট হয়েছ, অথচ এর মাধ্যমে আমি তোমাদের অন্তরকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা মুসলিম হয়ে ইসলামের প্রতি সমর্পিত হয়ে যাও। হে আনসারগণ! তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, সে সকল লোকেরা উট এবং বকরি নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে নিজ কওমের নিকট ফিরে যাবে? সে সত্তার কসম যাঁর হাতে রয়েছে আমার জীবন! যদি হিজরতের বিধান না হতো তবে আমিও হতাম আনসারদের মধ্যকার একজন। যদি অন্যান্য লোকেরা এক পথে চলেন এবং আনসারগণ অন্য পথে চলেন তাহলে আমিও আনসারদের পথে চলব। হে আল্লাহ! আনসারদের তাঁদের সন্তানদের এবং তাঁদের সন্তানদের (অর্থাৎ নাতিপুতিদের) প্রতি রহম করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ ভাষণ শ্রবণ করে উপস্থিত লোকজনেরা এতই ক্রন্দন করলেন যে, তাঁদের মুখমণ্ডলের দাড়িগুলো ভিজে গেল। তাঁরা বলতে লাগলেন, ‘আমরা এ জন্য সন্তুষ্ট যে, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাদের অংশে এবং সঙ্গে রয়েছেন।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ফিরে আসেন এবং লোকজনেরাও বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে

পড়েন।[2]

ফুটনোট

[1] প্রাগুক্ত।

[2] ইবনু হিশাম ২য় খন্ড ৪৯৯-৫০০ পৃঃ। অনুরূপ বর্ণনা সহীহুল বুখারীতে ২য় খন্ড ৬২০ ও ৬২১ পৃ: রয়েছে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6415

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন